1.13 মানব উন্নয়ন (Human Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবউন্নয়ন
বাসবী মুখার্জী ও দেবেশ মুখার্জী

অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে এবং বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে অগ্রগতি বা অনুন্নতির স্তর পরিমাপ করা এক সময়ে রেওয়াজ ছিল। কার্যত, সাবেকি উন্নয়নের তত্ত্বে আর্থিক প্রসারের পরিমাপের মাপকাঠিটি হল মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন। এই পন্থা অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ের হিসাব সঠিক হলেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আয় বণ্টনের সমস্যাগুলি উপেক্ষিতই থাকে। সুতরাং, মাথাপিছু আয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত সূচক নয়। তাই অর্থনীতিবিদরা বিকল্প পন্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন—যেমন, পল স্ট্রিটেনের প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন-পূরণের পন্থাটি। কিন্তু, এই পন্থাটির ভিত্তিতে অনগ্রসরতা বা উন্নতির স্তর পরিমাপের ত্রুটি থাকায় বিকল্প হিসাবে কোনো কোনো অর্থবিদ একটি সর্বাঙ্গীণ বা সামগ্রিক নির্দেশকের উল্লেখ করেন।

অর্থনীতিবিদ মরিস ডি মরিসের (M. D. Morris) মাথাপিছু আয় বা প্রাথমিক পণ্য প্রয়োজন পূরণের পরিবর্তে জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু (life expectancy at birth), শিশুমৃত্যুর হার এবং সাক্ষরতার হার এই তিনটি নির্দেশক নিয়ে তার যৌগিক সূচকের ভিত্তিতে একটি সামাজিক সূচক গঠন করেন। এই সামাজিক সূচকটিকে অধ্যাপক মরিস জীবনযাত্রার বাস্তব সহজাত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণসূচক (Physical Quality of Life Index বা PQLI) বলে চিহ্নিত করেন। এই সূচকটির মান 1 থেকে 100-র মধ্যে বিরাজ করবে। কোনো দেশের ওই সামাজিক সূচকটির মান 1 হওয়ার অর্থ হল 'চরম দুর্দশার অবস্থা' এবং 100 হওয়ার অর্থ হল 'চরম উৎকৃষ্টের অবস্থা'। গবেষণায় দেখা গেছে যে স্বল্প মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট দেশের PQLI নিম্নস্তরে এবং উচ্চ মাথাপিছু আয় বিশিষ্ট দেশের PQLI উচ্চস্তরে থাকে। তথাপি, মাথাপিছু আয়ের স্তর এবং PQLI সূচকের মানের মধ্যে এই ধরনের সহগতির সম্পর্ক বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে। শ্রীলঙ্কা, চিন প্রভৃতি দেশের এই সূচকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ওই সমস্ত দেশে মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও PQLI সূচকটি অনেক উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয়। অন্যভাবে

Scanned with CamScanner

বলা যায় যে স্বল্প মাথাপিছু আয়েও জীবনযাত্রার গুণগত মান বেশি হওয়া সম্ভবপর। আবার উচ্চ মাথাপিছু আয় হলেই যে গড় প্রত্যাশিত আয়ু, সাক্ষরতা এবং শিশুমৃত্যুর হার বেশি হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই সমস্ত কারণেই 1990 সালে মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনে (Human Development Report) সম্মিলিত জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme বা UNDP) মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI) গঠন করে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্তর পরিমাপ করে। এই সূচকটির নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হচ্ছে যাতে এক সর্বস্বীকৃত সূচক খুঁজে পাওয়া যায়।

মানব উন্নয়ন কী? উৎকৃষ্টতর জীবনযাত্রার মান পরিমাপের ব্যাপারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে মানব উন্নয়ন সূচকটি বেশি আকর্ষণীয়। 2000-2001 সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয় যে মানব উন্নয়ন হল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকগুলি মানব উন্নয়নে প্রতিফলিত হয়। তাই মানব উন্নয়ন শব্দটি অনেক বেশি গুরুত্ববাহী। একথা ঠিক যে বিভিন্ন ধরনের পণ্যভোগের অধিকার অর্জন করতে হলে আয়ের স্তরটি বেশি হওয়া জরুরি। তথাপি মাথাপিছু আয়ের প্রসার মানব উন্নয়ন প্রসারে কতখানি কার্যকর হয়েছে সে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা দেশভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। একথা ঠিক যে বহনক্ষম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পেতে হলে মানব উন্নয়ন অত্যন্ত আবশ্যক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) প্রদত্ত মানব উন্নয়নের সংজ্ঞাটি হল এইরূপ : মানব উন্নয়ন হল জনসাধারণের পছন্দের সম্প্রসারণের একটি প্রক্রিয়া ('a process of enlarging people's choices') যা শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের ওপরই নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জীবন, সুশিক্ষা ও পূর্ণ বা প্রায়-পূর্ণ সাক্ষরতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রয়োজনমতো সম্প্রসারণ ইত্যাদি ঘটলে জীবনযাত্রার মানে অবশ্যই উন্নতি ঘটবে। এর সাথে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানব অধিকার ও আত্মসম্মানের নানাবিধ বিষয়গুলিকেও পছন্দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই সমস্ত পছন্দ-পূরণ অবশ্যই জরুরি। পছন্দ-সুযোগের অনুপস্থিতির দরুন মানব উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই মানব উন্নয়ন হল জনসাধারণের পছন্দ-তালিকার সম্প্রসারণ এবং জীবনযাত্রার বর্তমান স্তরের উন্নীতকরণের একটি প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে পছন্দ-সম্প্রসারণ বলতে শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের সম্প্রসারণ নয়, পছন্দ বলতে যাবতীয় ধরনের—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—পছন্দের সম্প্রসারণকেই বোঝায়। সব মিলিয়েই মানব উন্নয়ন। অধ্যাপক সেন বলেন মানব উন্নয়ন সামাজিক সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মানুষের সক্ষমতার বিকাশে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে জীবন-মানের গুণগত উন্নতিসাধন করে, মানুষের উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায়, এবং সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

মানব উন্নয়নের এই দর্শানুপাত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি বিস্তৃত হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মানুষের সক্ষমতার প্রসার ঘটে। অমর্ত্য সেনের প্রদত্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতেই মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে স্বাধীনতার বিস্তৃতিকে একীকরণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত উল্লিখিত ধ্যানধারণাগুলির সংক্ষেপিত রূপ 1.3 চিত্রে দেখানো হল।

Scanned with CamScanner

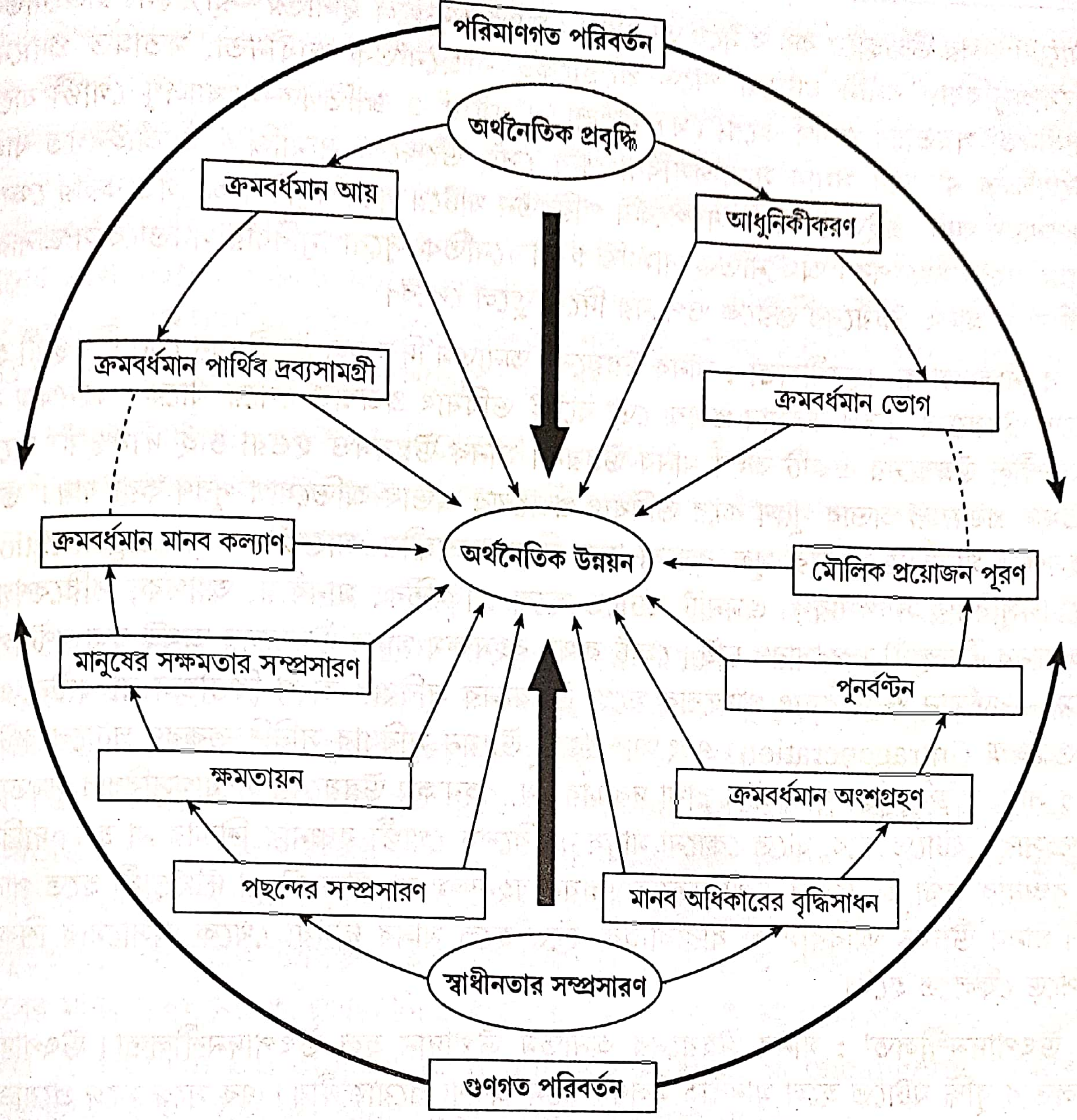

চিত্র **1.3 :** অর্থনৈতিক বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

1.13.1 মানব উন্নয়নের প্রধান উপাদানসমূহ (Essential Components of Human Development)

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মহবুল উল হক (Mahbul ul Haq) মানব উন্নয়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মতে মানব উন্নয়নের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। এগুলি হল : সাম্য (equity), বহনক্ষমতা (sustainability), উৎপাদনশীলতা (productivity), এবং ক্ষমতায়ন (empowerment)। আমরা এখন মানব উন্নয়নের এই উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

সাম্য : উন্নয়ন বলতে যদি পছন্দের সম্প্রসারণকে বোঝায় তাহলে সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের প্রত্যেকের সমভাবে তা ভোগ করা বা অধিগত করার স্বাধীনতা থাকা চাই। সুযোগসুবিধা অধিগত করার ক্ষেত্রে সাম্য অর্জন করতে হলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন আসা জরুরি। পরিবর্তনগুলি নিম্নলিখিত দিকে সংঘটিত হতে পারে : (ক) ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদনশীল সম্পদ তথা জমির বণ্টন দরিদ্রদের অনুকূলে আনা; (খ) নানাবিধ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটানো (যেমন, ধনিক শ্রেণির

আয়ের ওপর উচ্চহারে কর বসিয়ে তা দরিদ্র শ্রেণির অনুকূলে স্থানান্তর করা); (গ) রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার বণ্টন ঘটানো যাতে প্রত্যেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মতামত প্রদানের স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ করে; (ঘ) মহিলা বা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যাতে উপেক্ষিত না হয়ে সমান সুযোগসুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক ও আইনগত বাধা অপসারণ করা। এইভাবে শক্তি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে সুযোগসুবিধা অধিগত করার ক্ষেত্রে সাম্য অর্জন সম্ভবপর। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার সমভাবে সম্প্রসারণ পরিণামে মানব উন্নয়নের স্তরকে ওপরের দিকে তুলে দেবে।

বহনক্ষমতা বা সহনশীলতা : মানব উন্নয়নের অন্যতম দিক হল যে উন্নয়ন যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় যাতে উন্নয়নের সুফল বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পেয়ে থাকে। বহনক্ষম বা সহনশীল উন্নয়নের একটি অংশ মানব উন্নয়ন। মানব উন্নয়নও হওয়া চাই দীর্ঘস্থায়ী যাতে বর্তমান প্রজন্মের অভাব পূরণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা যায়। তাই বহনক্ষম মানব উন্নয়নের মূল বক্তব্য হল মানুষ-সম্বন্ধীয় আন্তর্প্রজন্ম (intergeneration) সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ। এমনটি ঘটাতে হলে প্রাকৃতিক, মানবীয়, আর্থিক, পরিবেশগত মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী সম্প্রসারণ চাই। মোট কথা, বহনক্ষম মানব উন্নয়নের অর্থই হল বণ্টনগত সাম্য—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে উন্নয়নের সুবিধার অংশ বিভাজন বা বণ্টন এবং অন্তর্প্রজন্ম (intrageneration) এবং আন্তর্প্রজন্ম উন্নয়ন সুবিধার সুনিশ্চিতকরণ ঘটালে বণ্টনগত সাম্য অর্জন সম্ভবপর। মনে রাখা দরকার যে, বহনক্ষম উন্নয়নের সুযোগসুবিধার সমভাবে সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে, যাতে কোনো মানুষ বা বিশেষ গোষ্ঠী বঞ্চনার শিকার না হয়। দারিদ্র্য ও বঞ্চনার তথা অসাম্যের উপস্থিতিতে উন্নয়ন বহনক্ষম বা টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। মানব উন্নয়ন অবিরাম বা ধারাবাহিক হতে হলে মানব দুনিয়া থেকে অসাম্যের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে।

উৎপাদনশীলতা : মানব উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হল উৎপাদনশীলতা। উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটাতে হলে মানবীয় মূলধন গঠন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন এক ধরনের অনুকূল সমষ্টিগত পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে দেশের মানুষ তাদের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও সুযোগের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। আর্থিক বিকাশ হল মানব উন্নয়নেরই একটি উপধারা যা প্রয়োজনীয় কিন্তু সামগ্রিক কাঠামো বর্ণনায় ব্যর্থ। মানব উন্নয়নের এই অংশে মানব সম্পদকে শুধুমাত্র উন্নয়নের উপায় হিসাবে দেখা হয়। তাই উৎপাদনশীলতা হল মানব উন্নয়নের একটি অংশমাত্র।

ক্ষমতায়ন : পরিশেষে, ক্ষমতায়ন হল মানব উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বেচ্ছায় পছন্দভোগের স্বাধীনতা বা সুযোগের অর্থ হল ক্ষমতায়ন। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পছন্দ নির্বাচনে স্বাধীনতা বা সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ ঘটলে ক্ষমতায়নের বিস্তৃতি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ, অনুশাসনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার যেমন সংকোচন ঘটে, তেমনি গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে বা বিকৃতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসগুলি বিশেষভাবে কোনো ব্যক্তি বা দলের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পছন্দের স্বাধীনতায় পক্ষপাতিত্ব থাকলে বা নিয়ন্ত্রণ বিধি ও আইনের অনুশাসন বলবৎ থাকলে বৈষম্য দেখা দেবে। ক্ষমতায়নের অভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ ও আইনের জটিলতা যেমন অর্থনৈতিক দক্ষতাকে নামিয়ে দেয় তেমনি চাহিদা ও জোগানে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আর এই অসামঞ্জস্য আবার জন্ম দেয় দুর্নীতি, কালোবাজারি ইত্যাদির। সব মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে স্বল্প উৎপাদনশীলতার

সম্পর্কটি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুনিশ্চিতকরণ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে জনসাধারণ নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষ স্বাধীনতা পাবে। মোট কথা, ক্ষমতায়নের অর্থই হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যাতে শাসনের সুফলটুকু সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক-সামাজিক অসাম্যের মূলে যেমন কুঠারাঘাত করা যাবে, তেমনি গণতন্ত্রের গুণগত মানের বৃদ্ধি ঘটবে। এমনটি ঘটলে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে একই সারিতে অবস্থান করে সুযোগসুবিধার দিক থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের মতাদি প্রকাশে সক্ষম হবে। তাই ক্ষমতায়নই হল গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি।

সাধারণত, দারিদ্র্য, স্বল্পশিক্ষা, নিয়োগের স্বল্প সুযোগ (লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য), সামাজিক চলনশীলতার অভাব ইত্যাদি বোঝাগুলির একটি মোটা অংশ বিকাশমান দেশের মহিলাদের বহন করতে হয়। তাই মহিলাদের ক্ষমতায়ন সৃষ্টি করা জরুরি। এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান প্রভৃতি বাড়িয়ে দিলে পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে তোলা সম্ভবপর। নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে নারীর ক্ষমতায়নের পাঁচটি উপাদান আছে : (ক) নারীদের শিক্ষা, (খ) মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানা, (গ) শ্রমের বাজারে মহিলাদের অবস্থান, (ঘ) মহিলাদের কাজের সুযোগসুবিধা, এবং (ঙ) মহিলাদের চাকরি সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। মোট কথা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য প্রকট বলেই নারীদের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন ব্যাহত হবে তেমনি সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হবে। সামগ্রিক উন্নয়নে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন। 1995 সালের মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, "লিঙ্গভিত্তিক না হলে মানব উন্নয়ন বিপন্ন হবে।" ("Human Development, if not engendered, is endangered.") নারীর ক্ষমতায়ন সূচক যত উচ্চ হবে মানব উন্নয়ন সূচকও তত বেশি হবে।

1.13.2 মানব উন্নয়ন সূচক ও এর নির্দেশকসমূহ (Human Development Index Or HDI and Its Indicators)

পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মেহেবুব উল হক 1990 সালে মানব উন্নয়ন সূচকটির প্রথম স্রষ্টা। এই সূচকটির সাহায্যে বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্য, সাক্ষরতা, শিক্ষাগত সাফল্য, জীবদ্দশা, শিশু জন্মহার, এবং আরো অন্যান্য বিষয় পরিমাপ করা যায়। আবার, মানব উন্নয়ন সূচকের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মানক্রম (rank) নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ, এই সূচকের সাহায্যে মানক্রম অনুসারে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির স্তরটি তুলনা করা সহজতর হয়।

মানব উন্নয়ন হল মানুষের জীবনযাত্রার বহুবিধ আর্থ-সামাজিক উপাদানের—খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি—সমাহার। বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের তুলনা করার জন্য মানব উন্নয়ন সূচক গঠন করা হয়ে থাকে এবং তা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রতি বছর প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে মানব উন্নয়ন সূচকটি তিনটি উপ-সূচক বা নির্দেশকের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। এগুলি হল : প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (গড় আয়ু) (longevity), জ্ঞান বা শিক্ষাগত সাফল্য (educational attainment), এবং জীবনযাত্রার মান (standard of

Scanned with CamScanner

living)। আয়ুষ্কালের নির্দেশকটি জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুর মাধ্যমে, দ্বিতীয় নির্দেশকটি বয়স্ক সাক্ষরতা এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মোট নথিভুক্তির অনুপাতের (gross enrolment ratio) মাধ্যমে, এবং তৃতীয় নির্দেশকটি মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে (purchasing power led per capita income) বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়।

মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত প্রতিটি নির্দেশক বা চলককে স্থির সর্বোচ্চ মান এবং ন্যূনতম মান (goal post) ধরে নেওয়া হয়। যেমন, জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের সর্বোচ্চ এবং ন্যূনতম মান হল যথাক্রমে 85 এবং 25 বছর। প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারের সর্বোচ্চ এবং ন্যূনতম মানের বিস্তৃতি হল 0 থেকে 100 শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে মোট নথিভুক্তির অনুপাতটিও 0 থেকে 100 শতাংশের মধ্যে বিরাজ করে এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান হল 100 ডলার থেকে 40,000 ডলার। নীচের তালিকাটি লক্ষণীয়।

সারণি 1.3 : HDI হিসাবের গোলপোস্ট

নির্দেশক	সর্বোচ্চ মান	ন্যূনতম মান
জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর)	85	25
প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	100	0
মোট নথিভুক্তির অনুপাত (%)	100	0
মাথাপিছু মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন (মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে)	40,000	100

মানব উন্নয়ন সূচকের যে-কোনো নির্দেশকের সূচক গঠনের সাধারণ সূত্রটি হল :

$$\text{বিস্তার সূচক} = \frac{\text{প্রকৃত মান} - \text{ন্যূনতম মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{ন্যূনতম মান}}$$

প্রতিটি নির্দেশকের সূচকের মান 0 থেকে 1-এ বিরাজ করে। যদি নির্দেশকটির প্রকৃত মান ন্যূনতম মানের সমান হয়, তাহলে ওই নির্দেশকটির সূচক হবে শূন্য। অথবা নির্দেশকটির প্রকৃত মান যদি সর্বোচ্চ মানের সমান হয় তাহলে নির্দেশকটির সূচক হবে 1। আমরা এখন এই তিনটি উপাদানের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল সূচক (life expectancy index বা 'L'), শিক্ষা সূচক (education index বা 'E') এবং মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন সূচক (per capita GDP index বা 'PC') নামে তিনটি বিস্তার সূচকের (dimension index) হিসাব নিরূপণ করব।

প্রত্যাশিত আয়ু সূচক (L) : ধরা যাক, 2001 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু ছিল 65·3 বৎসর। এখন সূচক নির্ধারণের সাধারণ সূত্রটি প্রয়োগ করে জন্মলগ্নে

$$\text{প্রত্যাশিত আয়ু সূচক (L)} = \frac{(65 \cdot 3 - 25)}{(85 - 25)} = \frac{40 \cdot 3}{60} = 0 \cdot 671$$

শিক্ষা সূচক (E) : জ্ঞান বা শিক্ষা যার দুটি মানদণ্ড হল : প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার (adult literacy rate) এবং প্রাথমিক, মধ্যম মান বা দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় স্তরের শিক্ষাপ্রার্থীর মোট নথিভুক্তির অনুপাত। প্রথমে বয়স্ক সাক্ষরতা এবং তারপর সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ে নাম নথি-ভুক্তির মোট অনুপাতের হিসাব করা হয়। তারপর এই দুটিকে একত্রিত করে শিক্ষা সূচক

Scanned with CamScanner

নিরূপণ করা হয়। শিক্ষা সূচকের অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় উপাদান দুটির হিসাব পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হল।

প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার শতকরা 65·4 হলে ওই

সাক্ষরতার হারের সূচক $= \frac{65 \cdot 4 - 0}{100 - 0} = \frac{65 \cdot 4}{100} = 0 \cdot 654$

আবার, শিক্ষাপ্রার্থীর নাম নথিভুক্তির মোট অনুপাত 56 হলে ওই

মোট ভর্তি বা নথিভুক্তির অনুপাত সূচক $= \frac{56 - 0}{100 - 0} = \frac{56}{100} = 0 \cdot 560$

সাক্ষরতার হারের সূচকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির মোট অনুপাতের সূচকের উপর এক-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব বা ভার আরোপ করে তারপর উভয় সূচক দুটিকে যোগ করে শিক্ষা সূচক হিসাব করা হয়।

অর্থাৎ, শিক্ষা সূচক (E) $= \frac{2}{3}(0 \cdot 654) + \frac{1}{3}(0 \cdot 560)$

$= 0 \cdot 436 + 0 \cdot 186 = 0 \cdot 623$

মাথাপিছু প্রকৃত GDP সূচক (PC) : জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু সূচক ও শিক্ষা সূচক দুটি মূলত আয়ের স্তরের ওপর নির্ভরশীল। তাই মাথাপিছু প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপন্নের সূচক গঠনে আয়ের বা উৎপন্নের লগারিদম (logarithm) ব্যবহার করা হয়। যদি ভারতে মাথাপিছু প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপন্ন 2,248 ডলার হয় তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয়িত (internationally adjusted) মাথাপিছু প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপন্নের সূচকটি হবে :

GDP সূচক (PC) $= \frac{\log(2,248) - \log(100)}{\log(40,000) - \log(100)} = \frac{1 \cdot 352}{2 \cdot 602} = 0 \cdot 519$

মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) হল উপরিলিখিত তিনটি সূচকের গড় যোগফল যার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন দেশের মানক্রম বা মর্যাদামান সাজাতে পারি।

$$\text{HDI} = \frac{1}{3}(\text{L}) + \frac{1}{3}(\text{E}) + \frac{1}{3}(\text{PC})$$

2001 সালে ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকটি (HDI) হল :

$$\text{HDI} = \frac{1}{3}(0 \cdot 671) + \frac{1}{3}(0 \cdot 623) + \frac{1}{3}(0 \cdot 519) = 0 \cdot 604$$

এই মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়নের স্তর নির্ণয় করা হয়। এই সূচকটি 0 থেকে 1-এর মধ্যে থাকে। HDI যদি শূন্য হয়, তাহলে মানব উন্নয়নের স্তরটি ন্যূনতম এবং HDI যদি এক হয়, তাহলে মানব উন্নয়নের স্তরটি সর্বোচ্চ বলে মনে করা হবে।

কীভাবে মানব উন্নয়ন সূচক গঠন করা হয় তা 1.4 চিত্রে দেখানো হল :

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব উন্নয়ন সূচক ছাড়াও লিঙ্গ-সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক (Gender-related Development Index বা GDI), লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপ (Gender Empowerment Measure বা GEM), মানব দারিদ্র্য সূচকের (Human Poverty Index বা HPI) কথা বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মৌলিক মানবীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় প্রথম সূচকটির সাহায্যে; মহিলাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়

Scanned with CamScanner

অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষমতায়নের পরিমাপ করা হয় দ্বিতীয় সূচকটির সাহায্যে; এবং বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার পরিমাপ করা হয় তৃতীয় সূচকটির মাধ্যমে।

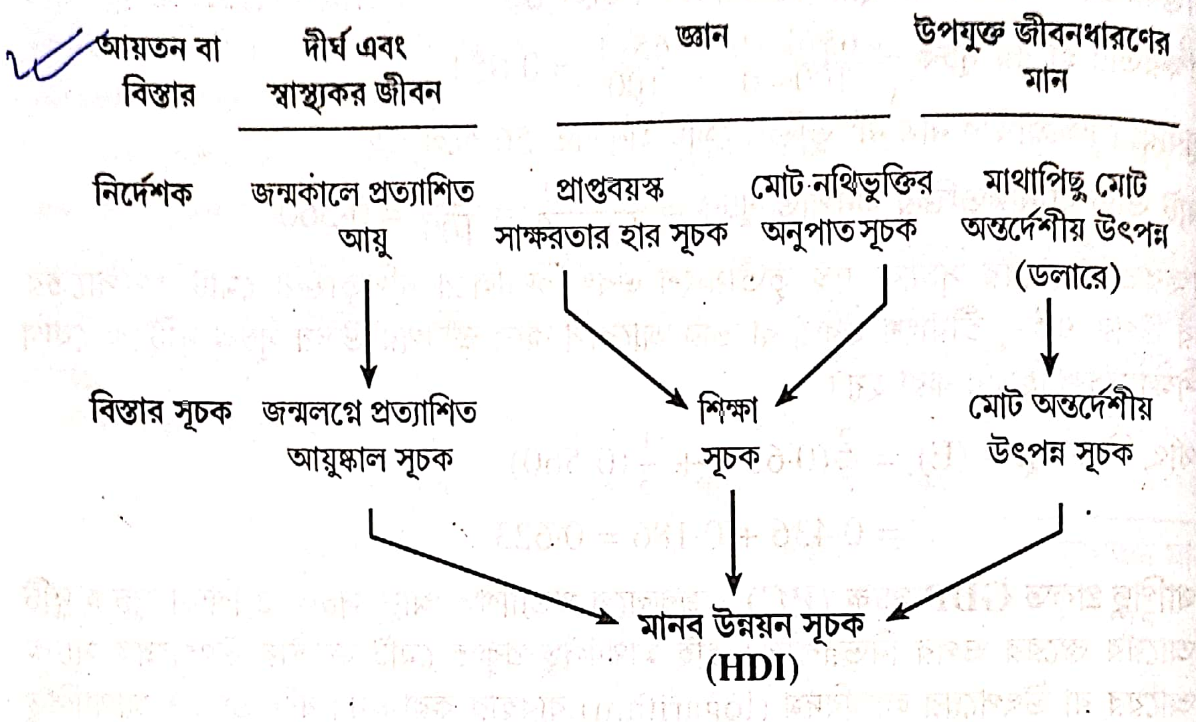

চিত্র 1.4 : মানব উন্নয়ন সূচকের গঠন

1.13.3 মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Countries According to Human Development Index)

HDI মানক্রম অনুসারে পৃথিবীর যাবতীয় দেশকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় : নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকবিশিষ্ট দেশ যাদের সূচকটি 0·0 থেকে 0·499-এর মধ্যে থাকে, মাঝারি মানব উন্নয়ন সূচকবিশিষ্ট দেশ যাদের সূচকটি 0·500 থেকে 0·799-এর মধ্যে থাকে, এবং উচ্চ মানব উন্নয়ন সূচকবিশিষ্ট দেশ যাদের ওই সূচকটি 0·800 থেকে 1·00-এর মধ্যে বিরাজ করে।

এমন কতকগুলি দেশ আছে (যেমন, শ্রীলঙ্কা, চিন) যাদের HDI মানক্রম আয়ভিত্তিক মানক্রমের বেশি। এর অর্থ হল যে, এই সমস্ত দেশগুলি জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আয়ের যুক্তিসংগত ব্যবহার করেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 1990 সালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতের HDI মানক্রম এবং মাথাপিছু আয় মানক্রম যথাক্রমে 43 এবং 57 হওয়ায় এই দুইয়ের মানক্রমের ব্যবধান ওই দেশটিতে হয় ঋণাত্মক (–14)। মোট কথা, কুয়েত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশগুলিতে মানক্রম ব্যবধান ঋণাত্মক হওয়ার তাৎপর্য হল যে এই দেশগুলি HDI মানক্রমের তুলনায় মাথাপিছু আয়ের মানক্রম অনুসারে উন্নত।

[ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের 2001 সালের জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ভারতের সব কটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) এবং মানক্রম তুলে ধরে। 2001 সালে কেরলের HDI মান ছিল 0·638 এবং মানক্রমের দিক থেকে এই রাজ্যটি প্রথম। পাঞ্জাব দ্বিতীয় স্থান দখল করে—HDI মান ছিল 0·537। 1991 সালে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থান মানক্রম অনুসারে ছিল অষ্টম এবং HDI মান ছিল 0·404। 2001 সালে পশ্চিমবঙ্গের HDI মানক্রম অপরিবর্তিতই থাকে অষ্টম স্থানে। এই সময়ে HDI মান বেড়ে

0·472 হয়। অবশ্য এটিই ভারতীয় গড় (0·472)। বিহারের স্থান তালিকার সর্বনিম্নে (HDI মানক্রম অনুসারে পঞ্চদশ এবং HDI মান হল 0·367)।]

সারণি 1.4 : নির্বাচিত কয়েকটি দেশের HDI মানক্রম

দেশ	মানব উন্নয়ন সূচক		মানব উন্নয়ন মানক্রম	প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় উৎপন্ন (ডলারে)
	1990	2007	2006	2007
1. উচ্চ মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ (0·800 অথবা তার বেশি) (সাকুল্যে 83টি দেশ) (উন্নত দেশ)				
কানাডা	0·933	0·966	4	35,812
নরওয়ে	0·924	0·971	1	53,433
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	0·923	0·956	13	45,592
জাপান	0·918	0·960	10	33,632
2. মাঝারি মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ (0·500-0·799)(সাকুল্যে 75টি দেশ)				
সেন্ট লুসিয়া	—	0·821	69	9,786
শ্রীলঙ্কা	0·706	0·759	102	4,243
চিন	0·628	0·772	92	5,383
ভারতবর্ষ	0·515	0·612	134	2,753
3. নিম্ন মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশ (< 0·500) (সাকুল্যে 24টি দেশ)				
সেনেগাল	—	0·464	166	1,666
বুরুন্ডি	0·351	0·394	174	341
সিয়েরা লিওন	—	0·365	180	679
নাইজার	—	0·340	182	627

সূত্র : *Human Development Report*, 2009

1.13.4 আয়ভিত্তিক এবং HDI-ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Income-based and HDI-based Classifications)

অর্থনৈতিক তথ্য এবং সামাজিক তথ্য এক সারিতে এনে HDI-এর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্তরের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই। HDI পদ্ধতির একটি বড়ো গুণ হল যে মাথাপিছু আয় স্বল্প হলেও যে-কোনো দেশ প্রত্যাশার তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকটিকে ওপরে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। অথবা মাথাপিছু আয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও মানব উন্নয়নের প্রেক্ষিতে যে-কোনো দেশ কম সাফল্য অর্জন করতে পারে। মানব উন্নয়ন সূচকের বৃদ্ধি ঘটার অর্থই হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশের জনগণের মধ্যে ওই উন্নয়নের সুফলের ন্যায়সংগত বণ্টন। এই সূচকের উন্নতি ঘটলে পছন্দের সম্প্রসারণ ঘটে। এই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুণগত দিক। অন্যভাবে বলা যায় যে প্রকৃত অর্থে মানব উন্নয়ন সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুণগত বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে।

Scanned with CamScanner